উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৭১ ❖ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
১০ নভেম্বর ২০১৮

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ আগস্ট ২০১৮, সকাল ১১.০০টায় মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উপ-পরিচালক (কর্মসূচি) নাছিমা আক্তার জলি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিলীপ কুমার সরকার।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জমিরুল ইসলাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার আহসানুল কবির, প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মাহমুদ হাসান মিলু, প্রজেক্ট ম্যানেজার সৈকত শুভ্র আইচ মনন, মনিটরিং ইভ্যালুশন অ্যান্ড লার্নিং অ্যাডভাইজর আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং অ্যাকাউন্টস অফিসার হাবিবুর রহমান মোল্লা প্রমুখ।

সভার শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ নিহত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি। তাঁর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আমরা তাঁকে গভীরভাবে স্মরণ করছি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।'

বক্তারা বলেন, 'বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। আর এ গৌরব অর্জনের মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং এদেশের মানুষের মুক্তিই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নেই তিনি আজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন, জীবনের একটা বড় সময় জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি।'

বক্তারা আরও বলেন, 'পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। খুনিরা ভেবেছিল, এর মাধ্যমে ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে। কিন্তু ইতিহাস চলে তার নিজস্ব পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি আজও মহানায়ক, তিনি বাঙালি জাতির স্বপ্নের দিশারী। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ এখনো দেশের আপামর মানুষকে উদ্দীপিত করে এবং অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সাহস যোগায়।'

বক্তারা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু যে আদর্শ ধারণা করেছিলেন, যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়েছেন তা ছিল একটি শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আমরা যদি সেই আদর্শ ধারণ করি এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।'

চিত্র: র‍্যালি ও আলোচনা সভা, গাংনী, মেহেরপুর।

চিত্র: আলোচনা সভা, খুলনা।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দশটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শোক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় পিস অ্যাম্বাসেডরদের নানামুখী উদ্যোগ

নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে দ্বন্দ্ব নিরসন ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিস প্রেসার গ্রুপের (পিপিজি) সদস্যরা, যা বহুত্ববাদী, সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে 'ইউএসএআইডি', ডিএফআইডি ও 'ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টরাল ফাউন্ডেশন'-এর সহায়তায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট 'নির্বাচনে সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণ' (পেইভ) শীর্ষক একটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদেরকে 'পিস অ্যাম্বাসেডর' ও 'পিস প্রেসার গ্রুপ-পিপিজি'র সদস্য হিসেবে গড়ে তুলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা।

বর্তমানে ৫৮টি উপজেলায় পিপিজি'র ১ হাজার ৩৬২ জন সদস্য (পিস অ্যাম্বাসেডর: ১৭৪ জন, পিপিজি কো-অর্ডিনেটর: ৫৮ জন) সক্রিয় রয়েছেন। উল্লেখ্য, 'পিপিজি কর্মসূচি'টি 'স্ট্রেনদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ-এসপিএল' ও 'স্পেড-২' প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত।

নিম্নে পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিপিজি'র সদস্যদের দ্বারা সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত কিছু কর্মক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১. সারাদেশে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালন

০২ অক্টোবর ২০১৮, পিস অ্যাম্বাসেডরগণ সারাদেশের ৫৫টি উপজেলায় আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস পালন করেন। এই কার্যক্রমে তাঁরা প্রায় সাত হাজার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা পিস অ্যাম্বাসেডরদের কার্যক্রম পরিচালনার মূল স্তম্ভ। তাই তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই এই কাজটি করে থাকেন। দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে তারা উচ্চ কণ্ঠে সমাজে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেন।

পিপিজির সদস্যগণকে সাথে নিয়ে তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পিস অ্যাম্বাসেডরগণ উক্ত দিবসটি পালন করেন: এক. দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা; দুই. সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অহিংসাকে স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; এবং তিন. মানুষ যাতে দ্বন্দ্ব নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে সেজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. স্থানীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে সহিংসতার বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি

২৮ জুলাই, ২০১৮, পিস পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিস প্রেসার গ্রুপের উদ্যোগে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা সদরে আয়োজন করা হয় 'সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐকমত্য গড়ে তোলার স্বপক্ষে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি'। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'যেহেতু একাদশ সংসদ নির্বাচন আসন্ন, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী কর্মসূচি। আমি বিশ্বাস করি, একটি সংঘাতমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এই কর্মসূচি অনেক সহায়তা করবে।'

অনুষ্ঠানে আনোয়ারুল আবেদীন খান তুহিন এমপি-সহ পাঁচ হাজারের বেশি নাগরিক উক্ত গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করেন।

৩. কুড়িগ্রাম, হবিগঞ্জ ও কুষ্টিয়ায় আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

নিজ নিজ কমিউনিটিতে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে কুড়িগ্রামের উলিপুর, হবিগঞ্জ সদর ও কুষ্টিয়া সদরে আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেন স্থানীয় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। 'মর্যাদা, নিরাপত্তা ও বহুত্ববাদ'– এই তিনটি হলো আচরণবিধির প্রধান মূল্যবোধ। এই তিনটি মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়েই একটি বহুত্ববাদী, সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠিত হয়। উল্লেখ্য, পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিস প্রেসার গ্রুপের উদ্যোগে ইতিমধ্যে ১৫টি উপজেলায় আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ।

আচরণবিধিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেসব অঙ্গীকার করেন:

১. দ্বন্দ্ব পরিহার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ;
২. ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রকাশের অধিকারকে সম্মান জানানো;
৩. বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দেয়া;
৪. জাতিগত বা ধর্মীয় চরমপন্থা ও অসহিষ্ণুতা প্রতিরোধ করা; এবং
৫. শান্তিপূর্ণ সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনকে উৎসাহিতকরণ।

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুখর রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছে। এছাড়া জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ চরমপন্থীদের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠছে বলে অনেকে মনে করেন। সেই রকম একটি পরিবেশে এক মঞ্চে এসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আচরণবিধি স্বাক্ষরকে অনেক পর্যবেক্ষকই একটি নজিরবিহীন ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. তরুণ ভোটারদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে 'গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড'

গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের ব্যাপারে তরুণদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে সোচ্চার করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন অনুধাবন থেকে পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করছেন 'গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড'।

সম্প্রতি যশোর জেলার অভয়নগর ও মনিরামপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ ও নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরের পিস অ্যাম্বাসেডরগণ নিজ নিজ কমিউনিটিতে 'গণতন্ত্র অলিম্পিয়াড' আয়োজন করছেন। প্রায় এক হাজার পাঁচশত জন শিক্ষার্থী উপরোক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে তরুণ ভোটাররা নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার সুযোগ পান।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

রাজশাহী অঞ্চল

আদিবাসী জনগণের মর্যাদা ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে
‘চক শরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি’র অনন্য সফলতা

চিত্র: ‘চক শরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি’র সান্ধ্যকালীন সভা

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মমর্যাদা বোধ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার শিহাড়া ইউনিয়নের ‘চক শরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি’র সদস্যগণ, যার নেতৃত্বে রয়েছেন আদিবাসী নারী এমেলী হাঁসদা। নিজেদের সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সকলকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই সমিতির কার্যক্রম।

২০১২ সালে শিহাড়া ইউনিয়নে খরা এবং প্রাকৃতিক বৈরিতায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এখানকার অধিকাংশ মানুষই হয়ে পড়েছিলো কর্মশূন্য। পরিত্রাণের জন্য সবাই যখন নিজ নিজ চিন্তায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তখন একজন আদিবাসী নারী ঐ সময় ভেবে চলেছেন সমাজের অন্যদের কথা। ঠিক সে সময় ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর উদ্যোগে শিহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী গণগবেষণা কর্মশালা। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এমেলী নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করলেন। গ্রামে ফিরে গড়ে তোলেন দরিদ্র আদিবাসীদের সংগঠন ‘চক শরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি’। এরপর সকলে মিলে খুঁজতে থাকেন তাদের সমাজে বিরাজমান সমস্যাসমূহ। গণগবেষণায় তারা খুঁজে পান আদিবাসী সমাজে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা, সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যা সব সময় তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। এছাড়া অসহায় সাঁওতাল নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার স্বপ্ন থেকে শুরু হয় এমেলী হাঁসদা-এর নেতৃত্বে সমিতির কার্যক্রম।

চিত্র: গণগবেষণা মিলনমেলায় সমিতির সফলতা তুলে ধরছেন এমেলি হাঁসদা

১৮ জন আদিবাসী এবং ৪ জন মুসলমান নারী নিয়ে ‘চকশরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি’র যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সমিতি বিগত কয়েক বছরে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন নয়, সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নেও ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করতে পেরেছে। নিজেদের জমানো মুষ্ঠি চাল, ডিম ও সবজি বিক্রির টাকা দিয়ে সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা শুরু করেন সদস্যরা। বর্তমানে এই সমিতির মোট মূলধনের পরিমাণ ৪৮ হাজার টাকা। সঞ্চয়ের পাশাপাশি সমিতির সদস্যরা গ্রহণ করেছেন কিছু দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ।

নিজেদের ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষায় নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা, গল্প বলার আসর, বর্ণমালার সাথে পরিচিতি এবং মিশনারি স্কুল এবং হাসপাতালের সাথে চক শরীফ আদিবাসী পাড়ার মানুষদের সম্পৃক্ত করেছেন সমিতির সদস্যরা।

আগে চক শরীফ গ্রামের বিন্যাকুড়ি পাড়ায় পাণীয় জলের কোনো সংস্থান ছিল না। গ্রামের একমাত্র কুয়া থেকে সকলে পানি পান করতেন। আবার বর্ষাকালে পানি পানের একমাত্র উৎস ছিল পুকুর। এমতাবস্থায় ‘বাংলাদেশি আমেরিকান নারী ফোরামে’র সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি হস্তচালিত গভীর নলকূপ এবং কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের ব্যবস্থা করেন সমিতির সদস্যগণ।

গণগবেষণায় বেরিয়ে আসে চকশরীফ আদিবাসীপাড়ার সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অত্যধিক নেশাজাতীয় দ্রব্য পান। গ্রামের বিধবা নারী রুপী হাঁসদা-এর একমাত্র উপার্জন ছিল চুয়ানি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা। সমিতির সদস্যগণ তাকে সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ডেকে আনেন এবং তাঁকে বিকল্প কাজ করার সুযোগ করে দেয়ার অঙ্গীকার করেন, যার বিনিময়ে তিনি চুয়ানী বিক্রি ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে চকশরীফ আদিবাসীপাড়া গণগবেষণা সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে ভেড়া পালন করা শুরু করেন রুপী হাঁসদার।

চকশরীফ গ্রামটির মাঝে একটি পুকুর, আর তার চারদিকে মানুষের বসতি। প্রতি বছর বর্ষায় এই পুকুরটির পাড় ভেঙে যায়, যার ফলে মাটির ঘরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমিতির সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুকুরটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন।

আগে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গেলে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যেত না। কারণ কমিউনিটি কেন্দ্রের ক্যাচমেন্ট এলাকার বাইরে ছিল চকশরীফ আদিবাসীপাড়ার অবস্থান। এমেলী হাঁসদা-এর নেতৃত্বে সমিতির সদস্যগণ একাধিকবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে তাদের গ্রামের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন, যারফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জটিলতা দূর হয়েছে।

প্রার্থনার জন্য চকশরীফ গ্রামে কোনো গীর্জা ছিল না। সমিতির সদস্যগণ গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় একটি গীর্জা স্থাপন করেছেন। এখানেই এখন প্রতি রোববার আয়োজন করা হয় প্রার্থনা এবং ব্যক্তিত্ব গঠনমূলক আলোচনা।

সমিতির সদস্যরা আয়মুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তিনজন নারী সদস্যকে ভেড়া পালনের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সমিতির সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বর্গা পদ্ধতিতে তিনটি করে ভেড়া কিনে দেয়া হয়েছে সমিতির পক্ষ থেকে। এছাড়াও সেলাই মেশিন পরিচালনায় দক্ষ দুইজনকে সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের সকলের সামনে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে।

২০১৭ সালের অতি বৃষ্টিজনিত বন্যায় ধামইরহাট, পত্নীতলা এবং সাপাহারের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলে সমিতির জরুরি সভায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। এরপর তারা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি হতে চাল সংগ্রহ করে সাপাহার কলমুডাঙ্গা এলাকায় বন্যা কবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এছাড়াও বাংলাদেশে আশ্রিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য পুরাতন কাপড় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তাও দেয়া হয় সমিতির সদস্যদের পক্ষ থেকে।

সমিতির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল সদস্যের বাড়িতে আম, পেয়ারা এবং ডালিম গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। মানুষের আর্থিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করে এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন গণগবেষক এমেলী হাঁসদা এবং সমিতির সদস্যগণ।

এমেলী হাঁসদা এবং সমিতির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যকার পরিবর্তনগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বর্তমানে তাদের গ্রামে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। ইতিমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং পলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন গণগবেষক এমেলী হাঁসদা। তিনি এখন বিভিন্ন সভা-সমাবেশে নিজের

এবং এলাকার মানুষের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

শিহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক 'চক শরীফ আদিবাসী পাড়া গণগবেষণা সমিতি'র প্রশংসা করে বলেন, 'আমরা কোনোদিন সাহস পাইনি এখান থেকে মাদককে নির্মূল করতে, অথচ এমেলীর নেতৃত্বে যেভাবে গ্রামে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ হয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা অবশ্যই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবো, যদি এমেলীর মতো অন্যান্যদের মধ্যে একই রকমভাবে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।'

৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পত্নীতলা উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের আয়োজনে গণগবেষণা মিলনমেলায় সেরা সংগঠন হিসেবে পুরস্কৃত হয় 'চকশরীফ আদিবাসীপাড়া গণগবেষণা সমিতি'। নতুন করে যেসব সমিতি গড়ে ওঠেছে সেই সমিতির সদস্যরা তাদের কাছে গণগবেষণা চর্চা শিখতে আসেন। সম্মিলিত চিন্তার চর্চা, কার্যক্রম এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর মধ্য দিয়ে এভাবেই এগিয়ে চলেছে 'চক শরীফ আদিবাসীপাড়া গণগবেষণা সমিতি' ও গণগবেষক এমেলী হাঁসদা-এর কার্যক্রম।

সংকলনে: মো. খাইরুল ইসলাম, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সিলেট অঞ্চল

ছালাতুন্নেসা এখন স্বাবলম্বী

দুই বছর আগেও থাকার মতো কোনো ঘর ছিল না ছালাতুন্নেসার। টিনের চাল আর চাটাই দিয়ে ঘেরা একটি ঘরেই স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে বাস করতেন তিনি। তার স্বামী পেশায় একজন মৎসজীবী, এটাই তাদের পূর্ব-পুরুষের পেশা। স্বামীর একার আয়ে ভালোভাবে চলছিল না তাদের সংসার। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় তিনি এখন স্বাবলম্বী।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের রুপসংকরপুর গ্রামের বাসিন্দা ছালাতুন্নেসা জানান, অভাব আর দরিদ্রতা যখন তাদের ঘিরে ধরেছিল, তখন তিনি জানতে পারেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর কার্যক্রমের কথা। ২০১৪ সালে তিনি এই সংস্থার পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি আত্মশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

প্রশিক্ষণ শেষে আগের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ছালাতুন্নেসা একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। প্রথমে বাড়ির আশপাশের লোকজন তার কাছে কাপড় সেলাই করতে আসতো। তার হাতের কাজ সুন্দর ও তুলনামূলক কম খরচ হবার কারণে এখন গ্রামের প্রায় সবাই তার কাছে কাপড় সেলাই করাতে আসে। কাপড় সেলাই করে ছালাতুন্নেসা এখন স্বাবলম্বী। উপার্জিত আয় দিয়ে তিনি দুটি ঘর তৈরি করেছেন এবং একটি গরু কিনেছেন। স্বাবলম্বী হওয়ায় বদলে গেছে সমাজ ও সংসারে ছালাতুন্নেসার অবস্থান ও মর্যাদা। স্বদিচ্ছা আর আত্মবিশ্বাস দিয়ে দরিদ্রতার অভিশাপ দূর করার কারণে তিনি স্থানীয় নারীদের কাছে এক অনুকরণীয় নারী।

রাজিয়া বেগম: গৃহবধূ থেকে জনপ্রতিনিধি

ছোটবেলা থেকেই মানুষের জন্য কাঁদতো রাজিয়া বেগম-এর প্রাণ। সাধ্যমত তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। মানুষের প্রতি তার এই মমত্ববোধ আর ভালবাসার কারণে রাজিয়া আজ হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য, অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

ফরিদপুর গ্রামের এক সাধারণ গৃহবধূ ছিলেন রাজিয়া। ২০১৪ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি তাকে আত্মবিশ্বাসী ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের জন্য আরও দক্ষ করে তোলে। এছাড়া প্রশিক্ষণ থেকে তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। তিনি অনুধাবন করেন, চার দেয়ালের মাঝেই নারীর জীবন শেষ নয়। নারী চাইলে উপার্জন করতে পারে, সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারে।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের পর থেকে রাজিয়া সংসারের কাজের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেয়া শুরু করেন। বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের কল্যাণে তিনি ছুটে যান সবার আগে। স্থানীয়রা জানান, সরকারি কোনো অনুদান ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে রাজিয়া নিজ উদ্যোগে রেললাইন থেকে ফদ্রখোলা পর্যন্ত সড়কটি সংস্কার করেন। এই কাজটি করার কারণে তিনি এলাকার মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রাজিয়া বেগম। সমাজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জনগণ তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে। বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মিরপুর ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামের মানুষের কল্যাণে নানাভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন তৃণমূলের নারীনেত্রী রাজিয়া বেগম।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

গ্রামের উন্নয়নে সক্রিয় বৈঠাখালী গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)

বৈঠাখালী, কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার দেহুন্দা ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামটি অন্যান্য গ্রাম থেকে একটু পিছিয়ে পড়া। আর্থিক দৈন্য-দশার পাশাপাশি এখানকার মানুষজনকে নানা রকম প্রাকৃতির বৈরিতার মুখোমুখি হতে হয়। কোনোমতে শীতকাল কেটে গেলেও জলাবদ্ধতার কারণে পুরো বর্ষাকাল জুড়েই গ্রামবাসীকে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। এখানকার প্রধান সড়কটি দিয়ে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু উক্ত সমস্যার নিরসন না করে গ্রামের সবাই শুধু একে অপরকে দায়ী করেন। গ্রামের মানুষ মনে করেন, রাস্তা-ঘাট মেরামত ও সংস্কারের কাজ হলো ইউনিয়ন পরিষদের।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর অনুপ্রেরণায় স্থানীয় স্বেচ্ছব্রতী ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি) বিষয়টি লক্ষ করেন। ভিডিটির সভায় তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, অন্যের পানে না তাকিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবেন। সমস্যা সমাধানে কী করা যায় তা নিয়ে তারা ভাবা শুরু করেন। ভিডিটির সদস্যরা অনুবাধন করেন যে, জলাবদ্ধতার এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন পাইপ দিয়ে একটি কালবার্ট নির্মাণ করা। এরপর পাইপ কেনার জন্য তারা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা তাদের কাজের সাথে গ্রামের আরও অনেক মানুষকে যুক্ত করেন। সকলে মিলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পাইপ স্থাপন করে কালভার্ট নির্মাণ করেন। এর মাধ্যমে জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পায় বৈঠাখালী গ্রাম।

নারীনেত্রী মনিরা ও উজ্জীবক ফরহাদুল ইসলাম খান-এর উদ্যোগে সড়ক মেরামত

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অলোয়া ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের একটি শান্তিপ্রিয় গ্রামের নাম নিকলা। গ্রামের লোকজন সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বিগত বর্ষা মৌসুমের সময় ভারি বর্ষণে তাদের গ্রামের চলাচলের একমাত্র সড়কটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি বিয়ে

উপলক্ষে আসা বরপক্ষের একটি গাড়ি গ্রামের এই সড়কে কাদায় আটকে যায় এবং বিয়ে বন্ধের উপক্রম হয়। গ্রামের লোকজন অনেক কষ্টে গাড়িটি উদ্ধার করলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক আর মধুর হলো না। অর্থাৎ বিয়ে হলো ঠিকই, কিন্তু বরপক্ষের লোকজনের নিকলা গ্রামে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য সড়কটি সংস্কারে উদ্যোগী ভূমিকা নেন নারীনেত্রী মনিরা ও উজ্জীবক ফরহাদুল ইসলাম খান। তারা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা উত্তোলন করেন এবং প্রায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ৫০০ ফুট সড়কে বালি মাটি ও বস্তা ফেলে সড়কটি মেরামত করেন।

নারীনেত্রী হাসিনার প্রচেষ্টায়
দারিদ্র্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে একটি পরিবার

চিত্র: গ্রাম উন্নয়ন দলের সভায় নারীনেত্রী মোছা. হাসিনা বেগম

মোছা. হাসিনা বেগম, একজন সক্রিয় নারীনেত্রীর নাম। তিনি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের কান্দাপাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয়ভাবে তিনি 'হাসিনা আপা' নামেই পরিচিত। হাসিনা বেগম সবসময় মানুষের বিপদে-আপদে ছুটে যান এবং সাধ্যমত তাদের উপকার করার চেষ্টা করেন। সম্প্রতি তিনি তার এলাকার রিতা নামের এক অসহায় নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

এক প্রতিবন্ধী ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে কান্দাপাড়া গ্রামের নারী রিতার স্বামী মারা যায়। রিতার পরিবারে তার স্বামীই ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাই স্বামী মারা যাওয়ার পর রিতা অসহায় হয়ে পড়ে। কোনো জমি-জমা, টাকা-পয়সা না থাকায় সন্তানদের নিয়ে কষ্টের মধ্যে পড়ে যান রিতা। এই অবস্থায় নারীনেত্রী হাসিনা কান্দাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সদস্যদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাই মিলে রিতার আর্থিক সংকট কাটাতে স্থায়ী কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় ৫৫ জনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়। রিতার স্বামীর চিকিৎসা বাবদ ১০ হাজার টাকা ঋণ ছিল। প্রথমে সেই ঋণ পরিশোধ করা হয়। এরপর বাকি ৪০ হাজার টাকা দিয়ে রিতাকে ১৩ শতক জমি রেয়ান (বর্গা) নেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। বর্তমানে জমি থেকে যে ফসল আসে তাতে রিতা ও তার সন্তানদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হচ্ছে। রিতার জন্য একটি উপার্জনশীল কাজের ব্যবস্থা ও রিতাকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিধবা ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে জানান হাসিনা বেগম। এভাবে রিতার পরিবারের দারিদ্র্য সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা যাবে বলে আশাবাদী এই তৃণমূলের নারীনেত্রী।

কুমিল্লা অঞ্চল

বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেন নারীনেত্রী হাজেরা আক্তার

৩২ বছর বয়সী হাজেরা আক্তার কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের বাসিন্দা। ২০১৫ সালে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৯৫তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এর মধ্য দিয়ে হাজেরা সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধে উদ্বুদ্ধ হন। প্রশিক্ষণের পর থেকেই তিনি তার চারপাশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। উঠান বৈঠক আয়োজনের মধ্য দিয়ে হাজেরা বাংলাইশ, ছনুয়া, ছিকুটিয়া ও প্রতাপপুর গ্রামের বাসিন্দাদেরকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলছেন। এলাকায় বাল্যবিবাহের কোনো সংবাদ শুনলে তিনি সবার আগে ছুটে যান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তায় হাজেরা বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখেন। সামাজিক কাজ করতে গিয়ে প্রথমদিকে তাকে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু হাজেরা বর্তমানে স্থানীয় একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীর সহায়তায় বাড়তি উদ্যম নিয়ে সামাজিক কাজ করে যাচ্ছেন। তার লক্ষ্য, সবাইকে সাথে নিয়ে ঝলম উত্তর ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডকে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা।

নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী মিনু আক্তার

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের একটি গ্রাম চরবাড়িয়া। নারীনেত্রী মিনু আক্তার এ গ্রামেরই একজন বাসিন্দা। তিনি ২০১২ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৮২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকেই মিনু আক্তার নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ-সহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছেন। কাজ করতে গিয়ে মিনু আক্তার লক্ষ করেন যে, শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুরা নানান ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিলতায় ভুগছে। এরপর মিনু আক্তার ২০১৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা' বিষয়ক আরেকটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর থেকে মিনু আক্তার তার নিজ গ্রাম চরবাড়িয়া-সহ পার্শ্ববর্তী ষোলপুস্কুরণী, দৌলতপুর, আসকামতা ও আমদুয়ার ইত্যাদি গ্রামের গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। উঠান বৈঠকগুলোতে মিনু আক্তার ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, রক্তস্বল্পতা, প্রসব পরবর্তী শিশু ও মায়ের পরিচর্যা, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব ও পদ্ধতি, বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার সরবরাহ ও অপুষ্টি প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার লক্ষ্য হলো, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলা।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

একজন আত্মপ্রত্যয়ী সংগঠক হামিদা বেগম

মো. আজিবর রহমান ❑

মোছা. হামিদা বেগম, একজন আত্মপ্রত্যয়ী স্বেচ্ছাব্রতী ও সংগঠকের নাম। তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। তার স্বামী গাঁজা সেবন করতো এবং হামিদাকে একা রেখে কয়েকদিনের জন্য বিভিন্ন জায়গায়

পালিয়ে যেত। স্বামীর নির্যাতন ও অভাব-অনটনের মধ্যে কেটে যায় হামিদার বৈবাহিক জীবনের নয় বছর। এক সময় ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ১৯৯৭ সালে স্বামীকে তালাক দিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। দুই সন্তানকে নিয়ে নিদারুণ অর্থ কষ্টে দিন কাটতে থাকে হামিদার। ২০০০ সালে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বিয়ের বছর দুয়েক পর তার কোলে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। ২০১২ সালে সাক্ষাৎ হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. আমিরুল ইসলাম-এর সাথে। আমিরুলের আমন্ত্রণে হামিদা ২০১৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিকাশ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১০০তম ব্যাচ) অংশ নেন। এর কিছুদিন পর তিনি গণগবেষণা কর্মশালায় অংশ নেন। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে অংশ নেন উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২২১৪তম ব্যাচ)। প্রশিক্ষণগুলো তাকে আত্মনির্ভরশীল ও সংঘবদ্ধ হতে শেখায়।

'যৌথ চিন্তা, যৌথ শক্তি, সংগঠনই মুক্তি'– এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে হামিদা নিজ গ্রামের পিছিয়ে পড়া ৪০৮ জন নারী ও ৩০ জন পুরুষকে নিয়ে ১৬টি গণগবেষণা সমিতি গড়ে গড়ে তোলেন। সমিতিগুলোর বর্তমান সঞ্চয় প্রায় ১৭ লাখ টাকা। হামিদা জানান, সঞ্চয়ের টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। তিনি নিজেও সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং নিজ পরিবারে স্বাবলম্বিতা নিয়ে এসেছেন। হামিদা আরও জানান, সমিতির সদস্যরা নিয়মিত একসাথে বসে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং তা নিরসনকল্পে উদ্যোগ নেন। এছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা ও সমিতির সদস্যদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন হামিদা ও গণগবেষণা সমিতির সদস্যরা। হামিদা বেগম সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১৫০ জন নারীকে সেলাই (দর্জি) প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০-৬০ জন বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য হামিদা বেগম ২০১৫ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ক কর্তৃক 'জয়িতা পুরস্কারে' ভূষিত হন।

হামিদা বেগম বলেন, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকারা জোট বেঁধে যদি বড় বড় পোকা-মাকড় হজম করে নিজের বাসস্থানকে নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত করতে পারে, তাহলে সৃষ্টির সেরা জীব আমরা মানুষরা কেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের দুর্নীতি রুখে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো না'?

উজ্জীবক রাকিবুল ইসলামের এগিয়ে চলার গল্প

আহসান হাবিব ❑ উজ্জীবক রাকিবুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি ২০১৫ সালে চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২,২৭২তম) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার আত্মশক্তি বৃদ্ধি করে। তিনি জানতে পারেন সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। কিন্তু এই দায় কীভাবে শোধ করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি অনুধাবন করেন, তার গ্রামের অনেকেই নিরক্ষর। রাকিবুল স্থানীয় উজ্জীবক রকি ও হেলালসহ তেরাইল গ্রামের কিছু মানুষের সাথে আলোচনা করে একটি নৈশকালীন বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাকিবুলের নেতৃত্বে শুরু হয় নৈশকালীন স্কুল। এই স্কুলের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ জনকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে জানান রাকিবুল।

রাকিবুল উপার্জনমূলক কাজের সাথেও যুক্ত রয়েছেন। তিনি ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। রাকিবুল ইসলাম বর্তমানে কেঁচো কম্পোস্ট সার তৈরি করতে করেন এবং সেই সার নিজ জমিতে প্রয়োগ করেন এবং কেঁচো কম্পোস্ট সার তৈরিতে অন্যান্য কৃষকদের সহযোগিতা করেন।

কাপড় সেলাই করে শিরিনা এখন স্বাবলম্বী

অমর রায় ❑ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মশক্তি নিহিত থাকে। এই আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে কেউ হতে পারে সাবলম্বী, একইসঙ্গে অবদান রাখতে পারে নিজ পরিবার ও সমাজে। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই স্বাবলম্বী হয়েছেন উজ্জীবক শিরিনা বেগম। শিরিনা যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের একজন সাধারণ গৃহবধূ। স্বামী মজিবর রহমান কৃষিকাজ করে যে টাকা আয় করেন তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন তিনি। সন্তানদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মা শিরিনা উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার উপায় খুঁজতে থাকেন। এরমধ্যে স্থানীয় নারীনেত্রী রাজিয়া বেগমের পরামর্শে 'পদ্মফুল গণগবেষণা সমিতি'র সদস্য হন শিরিনা। সমিতির আলোচনায় জানতে পারেন যে, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। শিরিনা দুই মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর তিনি নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি প্রতিমাসে ৬০০ টাকার মত আয় করতেন। বর্তমানে শিরিনা সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে প্রায় দুই হাজার টাকা আয় করেন। এই আয় থেকে কিছু টাকা তিনি সমিতিতে সঞ্চয় করেন, কিছু টাকা দিয়ে তিনি নিজের ও সন্তানদের জামা-কাপড় ক্রয় করেন, সন্তানদের স্কুলের খরচ যোগাড় দেন এবং সংসার পরিচালনা করার জন্য স্বামীকে কিছু টাকা দেন। শিরিনা বেগম জানান, উপার্জন বাড়ায় বর্তমানে তার পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে। সংসারের খরচ যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে বেড়েছে তার আত্মমর্যাদা।

উপার্জনমূলক কাজের পাশাপাশি একজন উজ্জীবক হিসেবে শিরিনা সমিতির সমাজ উন্নয়নমূলক আলোচনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। একইসঙ্গে তিনি গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

খুলনা অঞ্চল

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় উজ্জীবক আশিক ইকবাল

চিত্র: নিজের কৃষিজমির সামনে উজ্জীবক আশিক ইকবাল (ডানে)

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর আর লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি আশিক ইকবাল। বাবার হাতে হাত রেখে নেমে পড়েন কৃষিকাজে। ১৯৯৭ সালে তিনি ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণ দুটি বদলে দেয় আশিকের জীবন। প্রশিক্ষণের পর আশিক নিজের জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য একজন উদ্যোগী কৃষক হিসেবে নিজেকে গড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া এলাকার ৭০ জন নারী-পুরুষকে নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'কৃষি আইপিএম ক্লাব'। সমিতির সদস্যরা প্রতিমাসে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। তিনি এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমিতি পরিচালনার পাশাপাশি একজন স্বেচ্ছব্রতী হিসেবে আশিক নারী ও শিশুপাচার, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে এলাকায় বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। সঠিক ব্যক্তিরা যাতে ভিজিডি, বিধবা ও বয়স্ক ভাতার কার্ড পায়, সেদিকে লক্ষ রাখেন আশিক। ক্লাবের সদস্যগণকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করেন তিনি। আশিক-এর সহযোগিতা নিয়ে সমিতির সদস্যরা বর্তমানে মুদি দোকান স্থাপন, নার্সারি গড়ে তোলা, মৎস চাষ, ধান সংরক্ষণ, ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন। বর্তমানে এলাকার মানুষ তাদের যে কোনো সমস্যা সমাধানে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য আশিক ইকবাল-এর কাছে ছুটে আসেন। এভাবেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের মুকন্দ মধুসুদপুর গ্রামের উজ্জীবক আশিক ইকবাল।

বরিশাল অঞ্চল

বন্ধ হলো সুখীর বাল্যবিবাহ, টিকে রইল তার আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল ❑ যে মেয়েটির স্বপ্ন লেখাপড়া করে একজন আইনজীবী হওয়া, সেই মেয়েটি শিকার হতে যাচ্ছিল বাল্যবিবাহের। কিন্তু ইয়ুথ ইউনিট ও গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) প্রচেষ্টায় রক্ষা পায় মেয়েটি। টিকে থাকে তার লেখাপড়া করে আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন। বলছি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের সুখী আক্তার-এর কথা।

সুখী চাঁদপাশা ইউপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্রী। বাবা ফারুক হোসেন একজন প্রবাসী। বাবা বিদেশ থাকার সুবাদে তার মা একই উপজেলার পার্শ্ববর্তী মাধবপাশা ইউনিয়নের এক তরুণের সাথে সুখীর বিয়ে ঠিক করেন। বিবাহের দিন ধার্য করা হয় ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে 'কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রমের মাধ্যমে গঠিত ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা সুখী আক্তারের বাড়িতে যায় এবং বাল্যবিবাহের কুফল ও বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে সুখীর মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সুখী আক্তারের মা মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা জানান। তখন ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে আরজিকালীকাপুর গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি আব্দুল হালিমের সাথে কথা বলেন। তিনি ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুখী আক্তারের যান। কিন্তু নানান যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের পরও সুখীর মা মেয়ের বিয়ে দেয়ার ওপর অটল থাকেন। তখন বিদেশে থাকা সুখীর বাবা ফারুক হোসেনের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল হালিম। তিনি মেয়ের বাল্যবিবাহের বিষয়টি পিতা ফারুক হোসেনকে জানান এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। ফারুক হোসেন বিষয়টি বুঝতে পেরে বলেন যে, আপনারা যে কোনো উপায়ে আমার মেয়েটাকে বাঁচান এবং ওর বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। অবশেষে ইয়ুথ ইউনিট ও গ্রাম উন্নয়ন দলের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বন্ধ হয় সুখী আক্তারের বাল্যবিয়ে, সে ফিরে পায় এক নতুন জীবন।

'জয়িতা' জয়ী নারীনেত্রী শাহানাজ পারভীন রাণী

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল ❑ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের বকশিরচর গ্রামের নারীনেত্রী শাহানাজ পারভীন রাণী। ছোটবেলা থেকেই তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাইতেন। তিনি বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সুযোগ পান ২০১১ সালে। এ বছর শাহনাজ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সংরক্ষিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার নেতৃত্ব গুণ বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। প্রশিক্ষণের পর স্থানীয় নারীদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন 'বকশিরচর গণ-গবেষণা মহিলা উন্নয়ন সমিতি'। এছাড়াও নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শাহনাজ বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন। ২০১৭ সালে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত পুঁতির কাজের ওপর একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বাজারজাত করছেন শাহনাজ। এছাড়াও বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন করছেন তিনি।

শাহনাজ বর্তমানে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও ভিডিটির সাথে যুক্ত রয়েছেন। এ বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি বকশিরচর গ্রামের নাদিয়া ইসলামের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তৃণমূলের নারীনেত্রী শাহানাজ পারভীন রাণী।

রংপুর অঞ্চল

সফলতার গল্প

গরু পালন করে স্বাবলম্বী উজ্জীবক আব্দুল মজিদ

গরু পালন করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন ৫৬ বছর বয়সী উজ্জীবক মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। নদী ভাঙনের কবলে পড়ে তার বাপ-দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি তিস্তা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এরপর তিস্তা নদী রক্ষা বাঁধের পাশে সরকারি জমিতে তিনি বসতবাড়ি স্থাপন করেন। বন্ধকী জমিতে শুধুমাত্র মৌসুমের সময় চাষাবাদ করার সুযোগ পান তিনি। বাকি সময় তাকে সংসারের খরচ যোগাতে হিমশিম খেতে হয়।

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার গংগাচড়া ইউনিয়নের ফোটামারী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মজিদ ১৮৫৮তম ব্যাচে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

প্রশিক্ষণের পর তিনি ২৭ হাজার টাকায় একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। তিন মাস পর ৩ হাজার ২০০ টাকা লাভে সেটি বিক্রয় করেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে তিনি ৫৭ হাজার টাকা দিয়ে আরও দুটো বকনা গরু ক্রয় করেন। তার ব্যবসায়িক আগ্রহ দেখে তার বড় মেয়ে তাকে গরু কেনার জন্য কিছু টাকা ধার দেন। এক পর্যায়ে মোট সাতটি গরু নিয়ে একটি গরুর খামার গড়ে তোলেন আব্দুল মজিদ। বিগত মার্চ ও এপ্রিল মাসে (২০১৮) দুটি গাভি বাচ্চা প্রসব করেছে। বর্তমানে মোট নয়টি গরু রয়েছে আব্দুল মজিদের খামারে। গাভি দুটো প্রতিদিন তিন লিটার করে দুধ দিচ্ছে। গরু পালন করার পর নিজ সংসারের স্বচ্ছলতা এসেছে বলে জানান উজ্জীবক আব্দুল মজিদ। যদিও প্রথমদিকে তাকে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি হতাশ হয়ে যাননি। বরং শ্রম ও মেধা দিয়ে আব্দুল মজিদ নিজেকে একজন সফল খামারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।